সংবাদ

তারিখ ২৪ SEP 2013
পৃঃ ১৬ কলাম ২

### শিক্ষকদের অন্তর্কলহ ও গ্রুপিং

# রাজধানীর ২৪ সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে অস্থিরতা

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও গ্রুপিংয়ে অস্থিরতা চলছে রাজধানীর ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। যেসব শিক্ষক ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে ঘুরেফিরে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, তাদের জন্যই অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ কেউ রাজধানীতে চাকরি টিকিয়ে রাখার সুবিধার্থে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে সে দলের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে যাচ্ছেন। খুলে বসছেন কোচিং সেন্টার, করছেন শিক্ষা ব্যবসা ও ভর্তি বাণিজ্য। তারা নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা ভোগ করে ছাত্রদের অনুমোদনহীন বই পড়তে বাধ্যও করছেন।

## রাজনৈতিক দলবাজি কোচিং সেন্টার ব্যবসায় ব্যস্ত অনেকে

কিন্তু মহাজোট সরকারের শেষ সময়ে এসে বেশিরভাগ শিক্ষকই বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তারা এখন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের নির্দেশনাও যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন না। এতে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম, ভঙ্গ হচ্ছে শৃঙ্খলা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর সহাল কাদির মন্ডল সংবাদকে বলেন, 'যারা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় আছে তাদের খুঁটির জোর অনেক শক্ত। তাদের বদলির উদ্যোগ নিলেই আগুন জ্বলে, আমাদের ওপর অনেক চাপ আসে। এরপরও যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরাসরি কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া যায় তাদের ঢাকার বাইরে বদলি করা হচ্ছে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির একাংশের মহাসচিব ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'কোন শিক্ষকেরই এক স্কুলে ৪/৫ বছরের বেশি থাকা উচিত নয়। একই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা

স্কুলে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

## স্কুলে : অস্থিরতা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কোচিং বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। কাজেই ঢাকায় যেসব শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে আছে তাদের ঢাকার বাইরে বদলি করা জরুরি।'

স্কুলে স্কুলে বিরোধ : মাউশি জানায়, পুরান ঢাকার মুসলিম হাই স্কুলে সম্প্রতি একজন সংখ্যালঘু শিক্ষককে পদায়ন করা হলে ওই শিক্ষককে সেখানে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকদের ইন্ধনে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা ওই সংখ্যালঘু শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। এতে বাধ্য হয়ে মাউশি কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষককে অন্যত্র পদায়ন করেন।

ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ ভূঁইয়াকে সরাতে সম্প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা একজোট হয়ে আন্দোলনে নামেন। তারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে [illegible] লবিং ও প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করছে মাউশি।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন কোচিংবাজ শিক্ষকও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানে গ্রুপিং ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এতে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বেশ কয়েকজন শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীতে থাকা শিক্ষকদের বদলির বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেন, 'কোচিং বাণিজ্যসহ গুরুতর অভিযোগ যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাওয়া যাচ্ছে তাদের তাৎক্ষণিক বদলি করা হচ্ছে। বিভিন্ন অভিযোগে সম্প্রতি বেশ কয়েকজন শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলি করাও হয়েছে। কিন্তু অনেক শিক্ষক আছে, যাদের বদলির উদ্যোগ নিলেই প্রভাবশালী মহল থেকে তদবির আসে, যা আমাদের বিব্রত করে।' জানা যায়, ঢাকার ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টিতে ডাবল শিফট চালু আছে। প্রতি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও দুজন সহকারী প্রধান শিক্ষক ছাড়া ২৪টি স্কুলে মোট শিক্ষকের পদ আছে ১,০৭৫টি। এর মধ্যে বর্তমানে কোন পদই খালি নেই। বেশ কয়েকটি স্কুলে পদের অতিরিক্ত এটাচমেন্ট বা সংযুক্ত শিক্ষকও আছেন, যারা প্রভাবশালীদের আত্মীয়স্বজন।

মাউশিতে শিক্ষকদের নথি ঘেঁটে দেখা গেছে, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত একই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তাদের মধ্যে আবু নোমান সিরাজুল হক ১৫ বছর, মঞ্জুর হোসেন ১০ বছর, কামরুল সালেহীন ১২ বছর, আযাদ রহমান ১০ বছর ও শাহজাহান সিরাজ ১১ বছর ধরে কর্মরত আছেন।

ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলের চারজন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তাদের মধ্যে মনোয়ারুল ইকবাল ১২ বছর, মিজানুর রহমান ১০ বছর, মোস্তাক হোসেন ১৫ বছর ও জুয়েল হোসেন ১০ বছর ধরে কর্মরত আছেন। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে একই স্টেশনে কর্মরত আছেন। সম্প্রতি কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগে এই স্কুল থেকে কয়েকজন শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলিও করা হয়েছে। আরও কয়েকজন শিক্ষক ১০ থেকে ২০ বছর ধরে এই স্কুলে কর্মরত আছেন, যাদের শীঘ্রই ঢাকার বাইরে বদলি করা হচ্ছে বলে মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা হলেন- আবুল হোসেন, ইমরান আলী, আফজালুর রহমান ও মঈন উদ্দিন।

মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও দীর্ঘদিন ধরে ওই স্কুলে কর্মরত আছেন। তারা হলেন- নাসির উদ্দিন হাওলাদার, শাহ মো. সাইফুর রহমান, শফিকুল ইসলাম ও এনায়েত হোসেন প্রমুখ।